ইবাদত - যিকির ও দোয়া

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ "আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিনুশুর" অর্থ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে জীবন দান করেছেন পুনর্জাগরিত করে (নিদ্রা নামক) মৃতু দান করার পর, তারই নিকট (আমাদের) সকলের পুনরুত্থান হবে।

ঘুমাবার সময় বলুন "আল্লাহুম্মা বিইস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইযা" অর্থ : হে আল্লাহ্ আমি তোমার নাম সহকারে মরতে যাচ্ছি এবং তোমার নামসহ আমি জাগ্রত হব।

ঘুম আসলে মৃত্যুর কাছাকাছি যা মৃত্যুর অর্ধেক বলে বিবেচিত : ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের রুহ্ বেরিয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা আবার ফিরিয়ে দেন তাঁর মেহেরবানীতে। আল্লাহ্ চাইলে রুহ আর ফিরিয়ে নাও দিতে পারেন। তখন ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায়।

ঘুমাবার কালে যে ব্যক্তি এভাবে দোয়া ও যিক্‌র সহকারে ঘুমিয়ে যান তিনি ঈমান সহকারে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে পারবেন বলে আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা পোষণ করা যায়।

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ঘুমানো এবং জাগ্রত হয়েই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঘুমের অবস্থায় আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তাঁর নেগাহবাণী পাওয়ার জন্য এ আমলটি খুবই দরকার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই ফযিলতপূর্ণ। আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাদেরকে এ সুন্দর আমল নিয়মিত করার তাওফিক দান করুন! আমীন!! সদা সর্বদা প্রতি দিন প্রতি রাত প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিকির-দোয়া হোক আমাদের জীবনের নিত্য সঙ্গি! আমীন!!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যখন তুমি রাতে তোমার শয্যায় গমন কর তখন আয়াতুল কুরসি পড়, সর্বদা তুমি আল্লাহর হিফাজতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তি হতে পারবেনা। সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসি। যারা মুখস্ত করেননি তারা কুরআন মাজীদ দেখে মুখস্ত করুন। যারা কুরআন মাজীদ দেখে পড়তে শিখেননি তারা শিখে নিন। যিনি ভাল উচ্চারণ সহীহভাবে পড়তে জানেন তেমন কারো কাছে আপাতত শুনে শুনে মুখস্ত করুন! অক্ষমতাকে আমরা

প্রশ্রয় দেবোনা অক্ষম অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদেরকে সব নেক কাজের ক্ষেত্রে সেই তাওফিক দান করুন! আমীন!!

ইতিপূর্বে আয়াতুল কুরসির বাংলা উচ্চারণ আমরা অর্থসহ উল্লেখ করেছি। দেখুন মাসিক জিজ্ঞাসা সংখ্যা অক্টোবর ২০১১ ১৪-১৫ পৃষ্ঠায়।

শয়ন করার দোয়া এভাবেও পড়তে পারেন "বিইস্মিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহইয়া। অর্থ একই রকম। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা ইখলাছ সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ার কথাও শোয়ার আগে ভুলে যাবেন না। অযু সহ শয়ন করতে চেষ্টা করুন।

বিপদ আপদের সময় দোয়া ও যিকির

দোয়া ইউনুস বলে পরিচিত : লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজলেমীন : তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত : তিরমিযি

দোয়াটি আল কুরআনের ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৮৭ নং আয়াতের অংশ হযরত ইউনুস (আ:) তার জাতির প্রতি রাগে দুঃখে অভিমানে তাদের অবাধ্যতার কারণে মন কষ্টে এক পর্যায়ে চলে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ পছন্দ করেননি তাঁর এভাবে চলে যাওয়া। ফলে আল্লাহ তাকে মাছের লুকমা বানিয়ে দিলেন। এ সময় তিনি রা তের অন্ধকার, সমুদ্র গর্ভের অন্ধকার এবং মাছের পেটের ভেতরের অন্ধকার থেকে নিজের কৃত কর্মের জন্য অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি না নিয়ে চলে যাওয়ার কাজের জন্য অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহকে স্মরণ করলেন। ভুল স্বীকার করলেন। আল্লাহর কাছে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ফলে সংকটাপূর্ণ সেই অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে তাঁর বান্দাহকে মুক্ত করলেন। আল কুরআনের ভাষায় (অর্থ) "আর (স্মরণ কর) যুননুন (এর কথা) যখন সে রাগ করে নিজের লোকজনদের ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিল। সে মনে করেছিল আমি (বুঝি) তাকে ধরতে পারবনা তখন সে অন্ধকারে বসে আমাকে ডাকলো" হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমিতো জালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছি।

অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম আর তাকে দুঃশ্চিন্তা মুক্ত করলাম এবং এ ভাবেই আমি মুমিনদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করি। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭-৮৮)

পাঠক-পাঠিকা এ উপলব্ধি এবং বিশ্বাস নিয়ে যে কোন বিপদে এভাবে আল্লাহর নিকট ধর্না দিলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন কোন বিপদে এই দোয়া পড়বে তার দোয়া কবুল হবে না এমনটি হতে পারে না। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন একাধারে ইমাম আহমাদ, তিরমিযি এবং নাসায়ী।

শত্রুর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য বলুন : "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম।" অর্থ হে আল্লাহ! আমি শত্রুদের (শত্রুতা ও তাদের ক্ষতির) মুকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আবু দাউদ

নুহুরিহিম এর হিম বলার সময় শত্রুদের কথা চিন্তা করতে হবে– শুরুরিহিম বলতে ও হিম বলার সময় ওদের কথা ভাবতে হবে। তাদেরকে আল্লাহ দমন করবেন এমন বিশ্বাস রাখতে হবে। সেই সাথে অপর একটি দোয়া আমল করলে ভাল হয়। দোয়াটি হচ্ছে : "আল্লাহুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা।" অর্থ: আল্লাহ তুমি যে তোমার ইচ্ছানুযায়ী তাদের বিষয় তুমি ফায়সালা কর। আর তাই হোক তাদের জন্য যথেষ্ট। এখানেও হিম বলার সময় তাদের উদ্দেশ্য করুন। হিম অর্থ তারা বা তাদের। এর পর বলুন : "হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াতলে" অর্থ : আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক বা কর্ম সম্পাদনকারী। ওহুদের যুদ্ধের পর এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে জানানো হল যে শত্রুরা পুনরায় আক্রমন করার উদ্দেশ্যে জড় হচ্ছে এবং ছলা পরামর্শ করছে। সেটি তোমাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। এ সংবাদ ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি করল এবং তাঁরা বললেন 'নাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মান ওয়াকীল" ইমান বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ:) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে নমরুদের নির্দেশে তাঁকে যখন জলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনিই সর্বোত্তম কর্ম বিধায়ক। সূরা আলে ইমরানের ১৭৩ নং আয়াতের মধ্যে এ মূল্যবান বাণীটি সংরক্ষিত আছে। অর্থ: (স্মরন কর তাদের কথা) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হচ্ছে তোমরা তাদেরকে ভয় কর এ সংবাদ তাঁদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিল এবং তাঁরা বলল আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা কি অসাধারণ নি'মত আমরা লাভ করেছি আল্লাহর একান্ত মেহেরবাণীতে। এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কি হতে পারে মানবজাতির জন্য? যে নি'মত আমরা পেয়েছি ইসলাম এর মাধ্যমে আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান

দান হিসেবে। আমরা সবাই চাই আল্লাহর দীনকে মজবুত ভাবে আকড়ে ধরতে। সুখে, দুঃখে আমরা ছবর এবং শোকর করি। মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের কাছে আরমা তাওফীক কামনা করি। তিনি দয়া করে আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে চিরশান্তির জান্নাত দান করুন। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন। সর্বোপরি আল্লাহর সন্তষ্টি ও দিদার তিনি আমাদের নছীব করুন! (চলবে)